জানুয়ারি - মার্চ প্রান্তিকে করণীয়

নতুন বছরে নতুন নতুন সম্ভাবনায় ভরে উঠুক কৃষক কৃষাণীর জীবন এই শুভ কামনায় শুরু করছি এ প্রান্তিকের কৃষি। রবি মৌসুমের চাষাবাদের ব্যস্ততা কমেছে। মাঠে এখন শাকসবজি ভরপুর। ভাল ফলন পেতে হলে আন্ত:পরিচর্ষা, রোগ,পোকা-মাকড় দমন, সার, সেচ ইত্যাদি বিষয়ে অধিক যত্নবান হতে হবে।

গম : কৃষক ভাইয়েরা, গমের চারা তিনপাতা বা চারার বয়স ১৮-২১ দিন পার হলে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথম সেচ দিন, দ্বিতীয় সেচ গমের শীষ বের হওয়ার সময় বপনের ৫৫-৬০ দিন পার হলে এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় অর্থাৎ বপনের ৭৫-৮০ দিন পর দিতে হবে।

গমের ক্ষেত্রে ১৮০-২২০ কেজি/হেক্টর ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের তিনভাগের দুইভাগ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া বীজ বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে দিনের মধ্যে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আলু : আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। এতে চারার আর্দ্রতা পেতে সহজ হবে কিংবা সেচ দিতেও সুবিধা হবে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে আলুতে লেট ব্লাইট রোগের আক্রমণ হতে পারে । এই রোগ খুবই ভয়াবহ। এ রোগ আক্রমণ করলে, ক্ষতি চরম সীমায় পৌঁছার পূর্বেই রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম ৪৫(০.২%) ইত্যাদি ছত্রাক নাশক অনুমোদিত হারে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে সেচ যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে। মনে রাখবেন আলু উৎপাদনে নিবিড় যত্ন ও পর্যবেক্ষণ উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। আলু বীজ তোলার কয়েকদিন আগে মাটির উপরে গাছ কেটে ফেলুন এতে আলুগুলো মাটিতে শুকাতে হবে। বীজ রাখতে হলে পোকা ও রোগমুক্ত ক্ষেত নির্বাচন করুন।

সবজির পরিচর্যা : এ সময় শীতকালীন শাক-সবজির ক্ষেতে মাঝে মধ্যে সেচ দিন। আগাম সবজি পরিপক্ক হলে তুলে ফেলুন। এ সময় পরাগায়নের আগে লাউ, কুমড়ার কড়া ঝরে যেতে পারে। তাই সকালে ফোঁটা পুরুষ ফুল ছিড়ে ফুলের গর্ভদন্ডের সাথে পরাগরেণু ঘষা দিলে পরাগায়ন ঘটে। এতে ১টি পুরুষ ফুল ৪/৫টি স্ত্রী ফুলে ঘষা দেয়া যায়। এই পদ্ধতি গাছের সব ফল টিকতে সহায়তা করে। বেগুন অত্যন্ত জনপ্রিয় সবজি। তবে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণের ফলে বেগুনের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। ব্যবহৃত কীটনাশক সমূহের উপর

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার সহনশীল ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে পোকা দমনের কোন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না কৃষক ভাইয়েরা আপনারা একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে পারেন।

- পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা;
- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই ধরে ফেলা ও ধ্বংস করা;
- কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা বা সীমিত আকারে ব্যবহার করা;
- বেগুনের ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে গাছের গোড়া ও শিকড় বিবর্ণ হয়ে য়ায়। এ রোগ হলে পাতা নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যায়। এ রোগের প্রতিকার হিসেবে আক্রামত্ম গাছ তুলে ফেলুন, রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে পারেন।

ফুল কপি : ফুল কপির ফুলের রঙ ধবধবে সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। অন্যথায় সূর্যালোকে ফুল খোলা অবস্থায় থাকলে ফুলের বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়।

গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির চাষ : এ সময়কার ফসল করলা, চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিংগা, বেগুন শশার বীজ ইত্যাদি বীজ তলায় ফেলতে পারেন । এ ছাড়া বনজ ও ফলদ গাছে মাঝে মধ্যে সেচের ব্যবস্থা নিন। বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

বারি লাল শাক-১ : বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন সুবিধাজনক এবং সারির দূরত্ব ২০সেমি। বীজের হার হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫কেজি।

দেশের অর্থনীতিতে ফুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানো এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজন মেটাতে ফুলের চাষ বৃদ্ধি করার সময় এসেছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই ফুল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু নানা রকম ফুল এবং বাহারী গাছ উৎপাদনের উপযোগী। এই প্রান্তিকে কৃষক ভাই-বোনদের কিছুটা ব্যতিক্রমী কিন্তু লাভজনক ফুল চাষ সম্বন্ধে জানাব।

বারি গ্লাডিওলাস-৩ : এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়। বাজারে চাহিদা আছে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতের কাটফ্লাওয়ারের তুলনা নেই। এ গাছের পাতা তরবারীর মতো। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী। ফুলের রং সাদা এবং ৯.০-৯.৩সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইকে ফ্লোরেটের সংখ্যা ১৩-১৪ টি। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২ টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে

ধরে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়। ফুলের সজীবতা ৮-৯ দিন থাকে।